# আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন ?

(evsjv-bengali -البنغالية)

আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান

সম্পাদনা : চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1431هـ - 2010م
islamhouse.com

# أين الله تعالى؟

**(باللغة البنغالية)**

أختر الزمان محمد سليمان

مراجعة : أبو الكلام أزاد أنوار الله

2010 - 1431

islamhouse.com

**?**

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿الشوري11﴾

(: )

: اسـتواء

(philosophy)

২। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض(الملك 16)
তোমরা তার থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে যিনি আসমানে আছেন , আর তিনি তোমাদের সহকারে জমিনকে ধ্বসিয়ে দিবেন না ?। (সূরা মূলক ৬৭ : ১৬ আয়াত)।
ইবনে আব্বাস রা . এই আয়াতের তাফসীরে বলেন : তিনি হলেন আল্লাহ। (তাফসীরে ইবনুল জাওযি )।
৩। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ(النحل50)
তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে। (সূরা নাহল ,১৬: ৫০ আয়াত)।
৪। আল্লাহ তাআলা ইসা আ . সম্বন্ধে বলেন :
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ(النساء 158)
বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকটে উত্তলন করে নিয়েছেন।
(সূরা নিসা , ৪: ১৫৮ আয়াত)।
৫। তিনি আরও বলেন:
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ(الأنعام3)
আর তিনিই আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন। (সূরা আনআম ৬ : ৩ আয়াত)।
এ সমস্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহ : বলেন: তাফসীরকারকগণ এ ব্যপারে একমত পোষণ করেন যে , তারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঐভাবে বর্ণনা করবেন না যেভাবে জাহমীয়ারা (একটি ভ্রষ্ট দল ) বলে যে , আল্লাহ সর্বত্র আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এ জাতীয় কথা হতে পাক পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে।
আল্লাহ তাআলার বাণী :
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ(الحديد 4)
তোমরা যেখানেই থাক না কেন , তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।
(সূরা হাদীদ , ৫৭: ৪ আয়াত)।
অত্র আয়াতের ব্যখ্যা হল ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন দেখার দ্বারা , শ্রবনের দ্বারা , যা বর্ণিত আছে তফসীরে জালালাইন ও ইবনে কাসীরে। এই আয়াতের পূর্বের ও শেষের অংশ এ কথারই ব্যখ্যা প্রদান করে।
৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সপ্তম আসমানের উপর উঠানো হয়েছিল , তাঁর রবের সাথে কথোপকথনের জন্য। আর সেখানেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছিল।
(বুখারী ও মুসলিম )।

5

ألاَ تأمَنُونِيْ وَأنا أمِينُ مَنْ فيِ السَّـمَاء (وهو اللـهُ) (ومعـني في السَّـماء: علي السَّمَاء) (متفق عليه)

ارْحَمُوا مَنْ فيِ الارضِ يَرْحَمكُمْ مَنْ في السَّمَاء (أي هو الله) (الترمذي وقال حسن صحيح)

سـأَلَ رَسُـولُ الله صـلي الله عليه وسـلَّمَ جَارِيَـةً فَقَـالَ لَهَـا: أيْنَ اللـهَ؟ فَقَالَتْ في السَّماءِ قَالَ مَنْ أنا؟ قَالَتْ أنْتَ رَسُولُ اللهِ قَـالَ: أعْتِقْهَا فإنَّها مُؤْمِنَةً . (مسلم)

وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاء وَاللـهُ فَـوْقَ عَرْشِـهِ وَهُـوَ يَعْلَمُ مَا انتُمْ عَلَيْـهِ. (حسن رواه أبو داود)

ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فإنَّ اللهَ في السماء حَيٌّ لا يمُوتُ (رواه الدارمي في الرد غلي الجهمية باسناد صحيح)

তিনি বলেছেন: তিনি আসমানে আরশের উপর আছেন, সৃষ্টি হতে আলাদা হয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জাত আরশের উপর আছেন, সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে। তার এই উপরে থাকা সৃষ্টির সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই।
১৩। চার ইমামগণই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি আরশের উপর আছেন, তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন।
১৪। মুসল্লী সিজদায় বলেন: (আমরা মহান উঁচু রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। দোয়া করার সময় সে তার হস্তদয়কে আসমানের দিকে উত্তলন করে।
১৫। যখন বাচ্চাদের প্রশ্ন করা হয়, বলত আল্লাহ কেথায়? তখন তারা তাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বশে বলে: তিনি আসমানে।
১৬। সুস্থ বুদ্ধি, বিবেক, আল্লাহ যে আসমানে আছেন তা সমর্থন করে। যদি তিনি সর্বত্রই বিরাজমান হতেন তবে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন এবং সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন। দুনিয়ার বুকে এমন অনেক নাপাক অপবিত্র জায়গা আছে যেখানে তাঁর থাকার প্রশ্নই উঠে না।
১৭। যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা তার জাত সহকারে আমাদের সাথে সর্বস্থানে আছেন, তবে তার জাতকে বিভক্ত করতে হয়। কারণ, সর্বত্র বলতে বহু জায়গা বুঝায়। এটাই ঠিক যে আল্লাহ তাআলার পবিত্র জাত এক ও অভিন্ন। তাকে কোন অবস্থাতেই বিভক্ত করা যায় না। তাই ঐ কথার কোন মূল্য নেই, যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আর এটা প্রমাণিত যে, তিনি আসমানে আরশের উপর আছেন। তবে তিনি তাঁর শ্রবেনর, দেখার ও জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ।

সমাপ্ত

7